জাতীয় কন্যাশিশু দিবস ২০১২
কন্যাশিশুর অগ্রগতি : বাংলাদেশের সমৃদ্ধি

বাংলাদেশের মোট জনসংখ্যার ৪৫ শতাংশই হলো ১৮ বছরের কম বয়সী শিশু, এর মধ্যে ৪৮ শতাংশ কন্যাশিশু। এই কন্যাশিশুদের অধিকাংশই স্বাধীন ও সমতাভিত্তিক বিকাশের অধিকার থেকে বঞ্চিত। তারা বেড়ে উঠছে বঞ্চনা-বৈষম্য-নিপীড়নের মধ্য দিয়ে। জনসংখ্যার একটি বিশাল অংশকে এভাবে 'দূর্বল' করে রাখা একদিকে যেমন তাদের প্রতি চরম অবিচার, অন্যদিকে এর ফলে দেশের সমৃদ্ধিও বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। একটি ভারসাম্যপূর্ণ অধিকারভিত্তিক সমাজ গঠনের অন্যতম পূর্বশর্ত কন্যাশিশুর জীবন ও বিকাশের অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। এজন্য আমাদেরকে গড়ে তুলতে হবে পারিবারিক ও সামাজিক অঙ্গনে বৈষম্যহীন ব্যবস্থা। কিন্তু আমাদের বাস্তব অবস্থা প্রায় এর বিপরীত।

ইউনিসেফ এর তথ্য মোতাবেক বাংলাদেশে কন্যাশিশুর পুষ্টি ও স্বাস্থ্য সম্পর্কিত চিত্র:

➲ ১৫-১৯ বছর বয়সী কিশোরীর ৩৫ ভাগই অপুষ্টির শিকার ও ওজনস্বল্পতায় ভুগছে। ➲ বাংলাদেশে ০-৪ বছর বয়সী কন্যাশিশুরা ছেলে শিশুর তুলনায় ১৬ ভাগ ক্যালোরি এবং ১২ ভাগ প্রোটিন কম পায়। ➲ ১০-১২ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫৪ ভাগ এবং ১৩-১৭ বছর বয়সীদের মধ্যে ৫৭ ভাগ কন্যাশিশুর উচ্চতা আদর্শ অবস্থা থেকে নিচে এবং তাদের মধ্যে শীর্ণতার মাত্রাও বেশি। ছেলে শিশুদের ক্ষেত্রে এই হার যথাক্রমে ৪৭ ভাগ ও ৫০ ভাগ।➲ শতকরা ৬৬ ভাগ কন্যাশিশু বাল্যবিবাহের শিকার, এদিক থেকে বাংলাদেশের অবস্থান পৃথিবীতে তৃতীয়। ➲ শতকরা ৫৮ ভাগ কন্যাশিশু ১৯ বছরের মধ্যে প্রথম সন্তানের মা হয়। আর কম বয়সী প্রসুতিদের মৃত্যু ঝুঁকির মাত্রা ২-৫ গুন বেশি।

আইএলও এর তথ্য অনুযায়ী শ্রমজীবি কন্যাশিশুর তথ্য:

➲ বাংলাদেশে ৫-১৭ বছর বয়সী শ্রমিক শিশুর সংখ্যা প্রায় ৮০ (গ্রাম ও শহরসহ) লাখ। এর মধ্যে শ্রমিক কন্যাশিশু ৭৩.৫ ভাগ এবং ছেলে শিশু ২৬.৫ ভাগ।

➲ ১০-১৪ বছর বয়সী ২৩ লাখ এবং ১৫-১৬ বছর বয়সী ২৪ লাখ কন্যাশিশু সরাসরি অর্থনৈতিক কর্মকান্ডের সাথে জড়িত। ➲ ৫-১৪ বছর বয়সী ৪ লাখের অধিক শিশু গৃহশ্রমিক হিসেবে নিয়োজিত রয়েছে। এর মধ্যে শতকরা ৭৫ ভাগ কন্যাশিশু। ➲ ২০,০০০ এর বেশি কন্যাশিশু বাণিজ্যিক ভিত্তিতে যৌন পেশায় নিয়োজিত, যাদের বয়স ১৮ বছরের নিচে।

কন্যাশিশুদের প্রতি নানামুখী নির্যাতনের তথ্য —

➲ ইউনিসেফের তথ্যানুসারে, গৃহপরিচালিকার কাজে নিয়োজিত কন্যাশিশুদের শতকরা **৫০** ভাগ যৌন হয়রানির শিকার হয় ➲ বেসরকারি সংগঠন অধিকার এর তথ্যানুসারে, ২০০৫-২০১১ জুন পর্যন্ত ১৭৩৪ জন কন্যাশিশু ধর্ষণের শিকার এবং ১৯ জন গণধর্ষণের শিকার হয়। ➲ ২০১১ সালে এসিড নিক্ষেপের মত বর্বর নির্যাতনের শিকার হয়েছে ১৬ জন কন্যাশিশু।

যে সকল কারণে এই বাস্তবতা টিকে আছে —

➲ বিরাজমান ক্ষুধা ও দারিদ্রতা ➲ সচেতনতার অভাব ➲ আইন প্রয়োগে দুর্বলতা ➲ অপুষ্টির দুষ্টচক্র ➲ কন্যাশিশুর প্রতি পশ্চাদপদ দৃষ্টিভঙ্গি ➲ পারিবারিক-সামাজিক-রাষ্ট্রীয় ভাবে বৈষম্য।

বর্তমান সরকার ইতোমধ্যে কন্যাশিশুর পশ্চাৎপদতা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। যেমন –

➲ অবৈতনিক শিক্ষার প্রচলন ➲ উপবৃত্তি প্রবর্তন ➲ নারী শিক্ষকের সংখ্যা বৃদ্ধি ➲ ২০১৫ সালের মধ্যে শিশুশ্রম নিরসনের জন্য নীতিমালা প্রণয়ন ➲ জাতীয় শিশুনীতি ২০১১ প্রণয়ন ➲ কন্যাশিশু ও নারীর প্রতি যৌন হয়রানী বন্ধের লক্ষ্যে হাইকোর্টের রায়কে আইন হিসেবে গণ্য করা ➲ শিশু পাচার, ক্রয়-বিক্রয় ও ধর্ষণের জন্য কঠোর শাস্তির বিধান করা।

এটি আজ সুস্পষ্ট যে, কন্যাশিশুর অধিকার নিশ্চিত করার অন্যতম পূর্বশর্ত হিসেবে কন্যাশিশুর সুরক্ষা এবং তাদের জন্য ঝুঁকিহীন পরিবেশ ও সমতাপূর্ণ বিকাশের অধিকার নিশ্চিত করতে হবে। পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্রের সকল ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা এবং সিদ্ধান্ত গ্রহণে নারীর অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার ভিত্তি তৈরী করতে হবে শৈশব কাল থেকেই। এজন্য কন্যাশিশুর বেড়ে ওঠার ক্ষেত্রে পারিবারিক ও সামাজিক বৈষম্যহীন বন্ধুত্বপূর্ণ ও আন্তরিক পরিবেশ সৃষ্টি করতে হবে। কন্যাশিশুর অগ্রগতি নিশ্চিত হলেই বাংলাদেশের প্রকৃত অগ্রগতি সম্ভব হবে। তাই আসুন, এবারের জাতীয় কন্যাশিশু দিবসে আমরা সকলে মিলে শ্লোগান ধরি: কন্যাশিশুর অগ্রগতি: বাংলাদেশের সমৃদ্ধি। এই শ্লোগানকে বাস্তবে রূপ দিতে আমরা আবারও অঙ্গীকার করি–

- কন্যাশিশুর সুষ্ঠু বিকাশের লক্ষ্যে তাদের জন্য যথাযথ শিক্ষা, তথ্য ও প্রযুক্তির সুযোগ সৃষ্টি করব।
- কন্যাশিশুকে দক্ষ ও যোগ্য হিসেবে গড়ে তোলার জন্য আইটিসহ বিভিন্ন দক্ষতাবৃদ্ধিমূলক স্বল্প, মধ্য ও দীর্ঘমেয়াদী প্রশিক্ষণের সুযোগ নিশ্চিত করব।
- এসিড সহিংসতা ও যৌন নির্যাতনসহ কন্যাশিশুর প্রতি সকল সহিংসতা বন্ধে দুর্বার সামাজিক প্রতিরোধ গড়ে তুলব।
- বাল্যবিবাহ বন্ধ করব।
- কন্যাশিশুর সামাজিক নিরাপত্তাসহ প্রতিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে তার জন্য নিরাপদ পরিবেশ নিশ্চিত করব।
- কন্যাশিশুর প্রতি বিশেষ যত্নবান হবো এবং এর মাধ্যমে সমৃদ্ধ বাংলাদেশের বীজ বপন করব।

প্রচারে: বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ও জাতীয় কন্যাশিশু এডভোকেসি ফোরাম **সহযোগিতায়: এসিড সারভাইভারস ফাউন্ডেশন**